বিংশতি অধ্যায়

পূরুর বংশ বিবরণ

এই অধ্যায়ে পূরু এবং তাঁর বংশধর দুষ্মন্তের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। পূরুর পুত্র জনমেজয় এবং তাঁর পুত্র প্রচিন্বান্। প্রচিন্বানের বংশ-পরম্পরায় ক্রমশ প্রবীর, মনুস্যু, চারুপদ, সুদ্যু, বহুগব, সংযাতি, অহংযাতি এবং রৌদ্রাশ্বের জন্ম হয়। রৌদ্রাশ্বের ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ুক, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্মেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু ও বনেয়ু—এই দশ পুত্র ছিলেন। ঋতেয়ুর পুত্র রন্তিনাব এবং রন্তিনাবের সুমতি, ধ্রুব এবং অপ্রতিরথ নামক তিন পুত্র ছিলেন। অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব এবং কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। প্রস্কন্ন নামক মেধাতিথির পুত্ররা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ। রন্তিনাবের পুত্র সুমতির রেভি নামক এক পুত্র ছিলেন, এবং তাঁর পুত্র দুষ্মন্ত।

একসময় বনে মৃগয়া করার সময় দুষ্মন্ত মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে এক পরমা সুন্দরী রমণীকে দর্শন করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই রমণীটি ছিলেন বিশ্বামিত্রের কন্যা এবং তাঁর নাম ছিল শকুন্তলা। তাঁর মা মেনকা তাঁকে বনের মধ্যে পরিত্যাগ করেছিলেন, এবং কণ্ব মুনি তাঁকে পেয়ে তাঁর আশ্রমে নিয়ে আসেন এবং প্রতিপালন করেন। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে পতিত্বে বরণ করলে দুষ্মন্ত তাঁকে গন্ধর্ববিধি অনুসারে বিবাহ করেন। শকুন্তলা তারপর তাঁর পতির দ্বারা গর্ভবতী হন, এবং দুষ্মন্ত তাঁকে কণ্ব মুনির আশ্রমে রেখে তাঁর রাজধানীতে ফিরে যান।

যথাসময়ে শকুন্তলা এক বৈষ্ণব পুত্র প্রসব করেন, কিন্তু দুষ্মন্ত তাঁর রাজধানীতে ফিরে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বিস্মৃত হয়েছিলেন। তাই শকুন্তলা যখন তাঁর নবজাত পুত্রকে নিয়ে মহারাজ দুষ্মন্তের কাছে যান, তখন তিনি তাঁদের তাঁর পত্নী এবং পুত্র বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু পরে দৈববাণীর আদেশে রাজা তাঁদের অঙ্গীকার করেন। মহারাজ দুষ্মন্তের মৃত্যুর পর শকুন্তলার পুত্র ভরত রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে ব্রাহ্মণদের প্রভূত ধন-সম্পদ দান করেন। ভরদ্বাজের জন্মবৃত্তান্ত এবং মহারাজ ভরত কিভাবে ভরদ্বাজকে তাঁর পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন তার বর্ণনার মাধ্যমে এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ
পূরোর্বংশং প্রবক্ষ্যামি যত্র জাতোঽসি ভারত ।
যত্র রাজর্ষয়ো বংশ্যা ব্রহ্মবংশ্যাশ্চ জজ্ঞিরে ॥ ১ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **পূরোঃ বংশম্**—মহারাজ পুরুর বংশ; **প্রবক্ষ্যামি**—আমি এখন বর্ণনা করব; **যত্র**—যেই বংশে; **জাতঃ অসি**—আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন; **ভারত**—হে মহারাজ ভরতের বংশধর মহারাজ পরীক্ষিৎ; **যত্র**—যেই বংশে; **রাজ-ঋষয়ঃ**—সমস্ত রাজারা ছিলেন ঋষিতুল্য; **বংশ্যাঃ**—একের পর এক; **ব্রহ্ম-বংশ্যাঃ**—বহু ব্রাহ্মণ-বংশের; **চ**—ও; **জজ্ঞিরে**—আবির্ভাব হয়েছে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে ভারত! যে বংশে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন, যে বংশে বহু রাজর্ষি ও ব্রাহ্মণ বংশের আবির্ভাব হয়েছে, আমি এখন সেই পুরু-বংশের বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

বহু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত থেকে আমরা জানতে পারি যে, ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণদের জন্ম হয়েছে এবং ব্রাহ্মণদের থেকে ক্ষত্রিয়দের জন্ম হয়েছে। ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) বলেছেন, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—"প্রকৃতির তিনটি গুণ এবং তাদের কর্ম অনুসারে আমার দ্বারা মানব-সমাজে চারটি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে।" তাই মানুষের যেই বংশেই জন্ম হোক না কেন, বিশেষ বর্ণের যোগ্যতা অনুসারে তাঁর বর্ণ নির্ধারিত হয়। *যল্লক্ষণং প্রোক্তম্*। লক্ষণ অথবা গুণ অনুসারে মানুষের বর্ণ নির্ধারিত হয়। শাস্ত্রে সর্বত্রই সেই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণবিভাগের মুখ্য বিচার হচ্ছে গুণ এবং কর্ম, এই বিষয়ে জন্মের বিচার গৌণ।

শ্লোক ২

জনমেজয়ো হ্যভূৎ পূরোঃ প্রচিন্বাংস্তৎসুতস্ততঃ ।
প্রবীরোঽথ মনুস্যুর্বৈ তস্মাচ্চারুপদোঽভবৎ ॥ ২ ॥

জনমেজয়ঃ—রাজা জনমেজয়; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অভূৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **পূরোঃ**—পূরু থেকে; **প্রচিন্বান্**—প্রচিন্বান্; **তৎ**—তাঁর (জনমেজয়ের); **সুতঃ**—পুত্র;

ততঃ—তাঁর (প্রচিন্বান্) থেকে; **প্রবীরঃ**—প্রবীর; **অথ**—তারপর; **মনুস্যুঃ**—প্রবীরের পুত্র মনুস্যু; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **তস্মাৎ**—তাঁর (মনুস্যুর)থেকে; **চারুপদঃ**—রাজা চারুপদ; **অভবৎ**—উৎপন্ন হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এই পুরুর বংশে মহারাজ জনমেজয় আবির্ভূত হয়েছিলেন। জনমেজয়ের পুত্র প্রচিন্বান্ এবং তাঁর পুত্র প্রবীর। তারপর, প্রবীর থেকে মনুস্যু এবং মনুস্যু থেকে চারুপদের জন্ম হয়।

শ্লোক ৩

তস্য সুদ্যুরভূৎ পুত্রস্তস্মাদ্ বহুগবস্ততঃ ।
সংযাতিস্তস্যাহংযাতী রৌদ্রাশ্বস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥

তস্য—তাঁর (চারুপদের); **সুদ্যুঃ**—সুদ্যু নামক; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **পুত্রঃ**—পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর (সুদ্যুর) থেকে; **বহুগবঃ**—বহুগব নামক এক পুত্র; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **সংযাতিঃ**—সংযাতি নামক এক পুত্র; **তস্য**—এবং তাঁর থেকে; **অহংযাতিঃ**—অহংযাতি নামক এক পুত্র; **রৌদ্রাশ্বঃ**—রৌদ্রাশ্ব; **তৎ সুতঃ**—তাঁর পুত্র; **স্মৃতঃ**—কথিত।

অনুবাদ

চারুপদের পুত্র সুদ্যু এবং সুদ্যুর পুত্র বহুগব। বহুগবের পুত্র সংযাতি এবং সংযাতি থেকে অহংযাতি নামক এক পুত্র উৎপন্ন হয়। অহংযাতির পুত্র রৌদ্রাশ্ব।

শ্লোক ৪-৫

ঋতেয়ুস্তস্য কক্ষেয়ুঃ স্থণ্ডিলেয়ুঃ কৃতেয়ুক ।
জলেয়ুঃ সন্নতেয়ুশ্চ ধর্মসত্যব্রতেয়বঃ ॥ ৪ ॥
দশৈতেঽপ্সরসঃ পুত্রা বনেয়ুশ্চাবমঃ স্মৃতঃ ।
ঘৃতাচ্যামিন্দ্রিয়াণীব মুখ্যস্য জগদাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

ঋতেয়ুঃ—ঋতেয়ু; **তস্য**—তাঁর (রৌদ্রাশ্বের); **কক্ষেয়ুঃ**—কক্ষেয়ু; **স্থণ্ডিলেয়ুঃ**—স্থণ্ডিলেয়ু; **কৃতেয়ুকঃ**—কৃতেয়ুক; **জলেয়ুঃ**—জলেয়ু; **সন্নতেয়ুঃ**—সন্নতেয়ু; **চ**—ও;

ধর্ম—ধর্মেয়ু; **সত্য**—সত্যেয়ু; **ব্রতেয়বঃ**—এবং ব্রতেয়ু; **দশ**—দশ; **এতে**—তাঁরা সকলে; **অপ্সরসঃ**—অপ্সরা থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; . **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **বনেয়ুঃ**—বনেয়ু নামক পুত্র; **চ**—এবং; **অবমঃ**—কনিষ্ঠ; **স্মৃতঃ**—কথিত; **ঘৃতাচ্যাম্**—ঘৃতাচী; **ইন্দ্রিয়াণি ইব**—ঠিক দশটি ইন্দ্রিয়ের মতো; **মুখ্যস্য**—প্রাণের; **জগৎ-আত্মনঃ**—সমগ্র বিশ্বের আত্মা।

অনুবাদ

রৌদ্রাশ্বের ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ুক, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্মেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু এবং বনেয়ু নামক দশটি পুত্র ছিল। এই দশ পুত্রের মধ্যে বনেয়ু ছিলেন কনিষ্ঠ। জগদাত্মা থেকে উৎপন্ন দশটি ইন্দ্রিয় যেমন প্রাণের অধীনে কার্য করে, ঠিক তেমনই এই দশ পুত্র রৌদ্রাশ্বের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য করতেন। তাঁরা সকলেই ঘৃতাচী নামক অপ্সরা থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৬

ঋতেয়োঽ রন্তিনাবোঽভূৎ ত্রয়স্তস্যাত্মজা নৃপ ।
সুমতির্ধ্রুবোঽপ্রতিরথঃ কণ্বোঽপ্রতিরথাত্মজঃ ॥ ৬ ॥

ঋতেয়োঃ—ঋতেয়ু নামক পুত্র থেকে; **রন্তিনাবঃ**—রন্তিনাব নামক পুত্র; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **ত্রয়ঃ**—তিন; **তস্য**—তাঁর (রন্তিনাবের); **আত্মজাঃ**—পুত্র; **নৃপ**—হে রাজন্; **সুমতিঃ**—সুমতি; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব; **অপ্রতিরথঃ**—অপ্রতিরথ; **কণ্বঃ**—কণ্ব; **অপ্রতিরথ-আত্মজঃ**—অপ্রতিরথের পুত্র।

অনুবাদ

ঋতেয়ুর রন্তিনাব নামক এক পুত্র ছিল, এবং রন্তিনাবের সুমতি, ধ্রুব এবং অপ্রতিরথ নামক তিনটি পুত্র ছিল। অপ্রতিরথের কেবল একটিমাত্র পুত্র ছিল, যার নাম ছিল কণ্ব।

শ্লোক ৭

তস্য মেধাতিথিস্তস্মাৎ প্রস্কন্নাদ্যা দ্বিজাতয়ঃ ।
পুত্রোঽভূৎ সুমতে রেভির্দুষ্মন্তস্তৎসুতো মতঃ ॥ ৭ ॥

তস্য—তাঁর (কণ্বের); **মেধাতিথিঃ**—মেধাতিথি নামক এক পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে (মেধাতিথি থেকে); **প্রস্কন্ন-আদ্যাঃ**—প্রস্কন্ন আদি পুত্রগণ; **দ্বিজাতয়ঃ**—ব্রাহ্মণ; **পুত্রঃ**—পুত্র; **অভূৎ**—হয়েছিল; **সুমতেঃ**—সুমতি থেকে; **রেভিঃ**—রেভি; **দুষ্মন্তঃ**—মহারাজ দুষ্মন্ত; **তৎ-সুতঃ**—রেভির পুত্র; **মতঃ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। প্রস্কন্ন আদি মেধাতিথির সমস্ত পুত্ররাই ছিলেন ব্রাহ্মণ। রন্তিনাবের পুত্র সুমতির রেভি নামক এক পুত্র ছিলেন। এই রেভির পুত্র মহারাজ দুষ্মন্ত বিখ্যাত ছিলেন।

শ্লোক ৮-৯

দুষ্মন্তো মৃগয়াং যাতঃ কণ্বাশ্রমপদং গতঃ ।
তত্রাসীনাং স্বপ্রভয়া মণ্ডয়ন্তীং রমামিব ॥ ৮ ॥
বিলোক্য সদ্যো মুমুহে দেবমায়ামিব স্ত্রিয়ম্ ।
বভাষে তাং বরারোহাং ভটৈঃ কতিপয়ৈর্বৃতঃ ॥ ৯ ॥

দুষ্মন্তঃ—মহারাজ দুষ্মন্ত; **মৃগয়াম্ যাতঃ**—মৃগয়া করতে গিয়ে; **কণ্ব-আশ্রম-পদম্**—কণ্ব মুনির আশ্রমে; **গতঃ**—উপস্থিত হয়েছিলেন; **তত্র**—সেখানে; **আসীনাম্**—উপবিষ্টা এক রমণী; **স্ব-প্রভয়া**—তাঁর সৌন্দর্যের দ্বারা; **মণ্ডয়ন্তীম্**—আলোকিত করে; **রমাম্ ইব**—লক্ষ্মীদেবীর মতো; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **মুমুহে**—তিনি মোহিত হয়েছিলেন; **দেব-মায়াম্ ইব**—ভগবানের দৈবী মায়ার মতো; **স্ত্রিয়ম্**—এক সুন্দরী রমণী; **বভাষে**—তিনি বলেছিলেন; **তাম্**—তাঁকে (সেই রমণীকে); **বর-আরোহম্**—সমস্ত সুন্দরী রমণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা; **ভটৈঃ**—সৈনিকদের দ্বারা; **কতিপয়ৈঃ**—কয়েকজন; **বৃতঃ**—পরিবৃত।

অনুবাদ

একসময় রাজা দুষ্মন্ত যখন বনে মৃগয়া করতে গিয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে কণ্ব মুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি লক্ষ্মীদেবীর মতো সুন্দরী এক রমণীকে তাঁর প্রভার দ্বারা সমস্ত আশ্রমকে আলোকিত করে থাকতে দেখেছিলেন। রাজা স্বভাবতই তাঁর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কয়েকজন সৈন্য পরিবৃত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে বলেছিলেন।

শ্লোক ১০

তদ্দর্শনপ্রমুদিতঃ সন্নিবৃত্তপরিশ্রমঃ ।
পপ্রচ্ছ কামসন্তপ্তঃ প্রহসন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ১০ ॥

তৎ-দর্শন-প্রমুদিতঃ—সেই সুন্দরী রমণীকে দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে; **সন্নিবৃত্ত-পরিশ্রমঃ**—তাঁর মৃগয়াজনিত শ্রান্তি দূর হয়েছিল; **পপ্রচ্ছ**—তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **কাম-সন্তপ্তঃ**—কামবাসনার দ্বারা সন্তপ্ত হয়ে; **প্রহসন্**—হাসতে হাসতে; **শ্লক্ষ্ণয়া**—অত্যন্ত সুন্দর এবং মধুর; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

সেই পরমা সুন্দরী রমণীকে দর্শন করে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মৃগয়াজনিত শ্রান্তি দূর হয়েছিল। তিনি কামসন্তপ্ত হয়ে হাসতে হাসতে তাঁকে মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ১১

কা ত্বং কমলপত্রাক্ষি কস্যাসি হৃদয়ঙ্গমে ।
কিংস্বিচ্চিকীর্ষিতং তত্র ভবত্যা নির্জনে বনে ॥ ১১ ॥

কা—কে; **ত্বম্**—তুমি; **কমল-পত্র-অক্ষি**—হে কমলনয়না সুন্দরী; **কস্য অসি**—তুমি কার সঙ্গে সম্পর্কিত; **হৃদয়ঙ্গমে**—হে হৃদয়ের আনন্দদায়িনী সুন্দরী; **কিম্ স্বিৎ**—কোন কাজে; **চিকীর্ষিতম্**—চিন্তা করা হয়েছে; **তত্র**—সেখানে; **ভবত্যাঃ**—তোমার দ্বারা; **নির্জনে**—নির্জন; **বনে**—বনে।

অনুবাদ

হে কমললোচনা সুন্দরী! তুমি কে? তুমি কার কন্যা? কি উদ্দেশ্যে তুমি এই নির্জন বনে অবস্থান করছ?

শ্লোক ১২

ব্যক্তং রাজন্যতনয়াং বেদ্ম্যহং ত্বাং সুমধ্যমে ।
ন হি চেতঃ পৌরবাণামধর্মে রমতে ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

ব্যক্তম্—মনে হয়; **রাজন্য-তনয়াম্**—ক্ষত্রিয়কন্যা; **বেদ্মি**—বুঝতে পারছি; **অহম্**—আমি; **ত্বাম্**—তুমি; **সু-মধ্যমে**—হে পরমা সুন্দরী; **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **চেতঃ**—মন; **পৌরবাণাম্**—পূরুবংশীয়দের; **অধর্মে**—অধর্মে; **রমতে**—উপভোগ করে; **ক্বচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

হে পরমা সুন্দরী! আমার মনে হচ্ছে যে, তুমি নিশ্চয়ই কোন ক্ষত্রিয়ের কন্যা। যেহেতু আমি পূরুবংশীয়, তাই আমার চিত্ত কখনও অধর্মে প্রবৃত্ত হয় না।

তাৎপর্য

মহারাজ দুষ্মন্ত পরোক্ষভাবে শকুন্তলাকে বিবাহ করার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল যে, তিনি নিশ্চয়ই কোন ক্ষত্রিয় রাজার কন্যা।

শ্লোক ১৩

শ্রীশকুন্তলোবাচ

বিশ্বামিত্রাত্মজৈবাহং ত্যক্তা মেনকয়া বনে ।
বেদৈতদ্ ভগবান্ কণ্বো বীর কিং করবাম তে ॥ ১৩ ॥

শ্রী-শকুন্তলা উবাচ—শ্রীশকুন্তলা উত্তর দিয়েছিলেন; **বিশ্বামিত্র-আত্মজা**—বিশ্বামিত্রের কন্যা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অহম্**—আমি (হই); **ত্যক্তা**—পরিত্যক্ত; **মেনকয়া**—মেনকার দ্বারা; **বনে**—বনে; **বেদ**—জানেন; **এতৎ**—এই সমস্ত বিষয়; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান মহর্ষি; **কণ্বঃ**—কণ্ব মুনি; **বীর**—হে বীর; **কিম্**—কি; **করবাম**—আমি করতে পারি; **তে**—আপনার জন্য।

অনুবাদ

শকুন্তলা বললেন—আমি বিশ্বামিত্রের কন্যা। আমার মা মেনকা আমাকে বনে পরিত্যাগ করে চলে যান। হে বীর! পরম শক্তিমান কণ্ব মুনি এই সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। আমি আপনার কি সেবা করতে পারি বলুন?

তাৎপর্য

শকুন্তলা মহারাজ দুষ্মন্তকে বলেছিলেন যে, যদিও তিনি কখনও তাঁর পিতা অথবা মাতাকে দেখেননি, তবুও কণ্ব মুনি তাঁর সম্বন্ধে সব কিছুই জানতেন, এবং তিনি

তাঁর কাছে শুনেছিলেন যে, তিনি বিশ্বামিত্রের কন্যা এবং তাঁর মাতা মেনকা তাঁকে বনে পরিত্যাগ করে চলে যান।

শ্লোক ১৪

আস্যতাং হ্যরবিন্দাক্ষ গৃহ্যতামর্হণং চ নঃ ।
ভুজ্যতাং সন্তি নীবারা উষ্যতাং যদি রোচতে ॥ ১৪ ॥

আস্যতাম্—দয়া করে এখানে আসন গ্রহণ করুন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অরবিন্দ-অক্ষ**—হে পদ্ম-পলাশলোচন মহাবীর; **গৃহ্যতাম্**—গ্রহণ করুন; **অর্হণম্**—আতিথ্য; **চ**—এবং; **নঃ**—আমাদের; **ভুজ্যতাম্**—দয়া করে আহার করুন; **সন্তি**—যা কিছু আছে; **নীবারা**—নীবার অন্ন; **উষ্যতাম্**—এখানে অবস্থান করুন; **যদি**—যদি; **রোচতে**—আপনার ইচ্ছা হয়।

অনুবাদ

হে কমলনয়ন রাজা! দয়া করে এখানে উপবেশন করুন এবং আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমাদের নীবার অন্ন রয়েছে, তা আপনি গ্রহণ করুন। আর যদি আপনি চান, তা হলে নিঃসঙ্কোচে এখানে অবস্থান করতে পারেন।

শ্লোক ১৫

শ্রীদুষ্মন্ত উবাচ
উপপন্নমিদং সুভ্রু জাতায়াঃ কুশিকান্বয়ে ।
স্বয়ং হি বৃণুতে রাজ্ঞাং কন্যকাঃ সদৃশং বরম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রী-দুষ্মন্তঃ উবাচ—রাজা দুষ্মন্ত উত্তর দিয়েছিলেন; **উপপন্নম্**—তোমার উপযুক্ত; **ইদম্**—এই; **সু-ভ্রু**—হে সুন্দর ভ্রূ-সমন্বিতা শকুন্তলা; **জাতায়াঃ**—তোমার জন্মের ফলে; **কুশিক-অন্বয়ে**—বিশ্বামিত্রের পরিবারে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বৃণুতে**—মনোনয়ন করে; **রাজ্ঞাম্**—রাজপরিবারের; **কন্যকাঃ**—কন্যা; **সদৃশম্**—সমান স্তরের; **বরম্**—পতি।

অনুবাদ

রাজা দুষ্মন্ত উত্তর দিয়েছিলেন—হে সুন্দর ভ্রূ-সমন্বিতা শকুন্তলা! তুমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বংশে জন্মগ্রহণ করেছ। তোমার আতিথেয়তা তোমার বংশের উপযুক্ত। আর তা ছাড়া, রাজকন্যারা তাঁদের পতিকে স্বয়ং বরণ করেন।

তাৎপর্য

মহারাজ দুষ্মন্তকে স্বাগত জানিয়ে শকুন্তলা স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, "আপনি এখানে অবস্থান করতে পারেন, এবং আমার যা কিছু আছে তা গ্রহণ করতে পারেন।" এইভাবে তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন যে, তিনি মহারাজ দুষ্মন্তকে তাঁর পতিরূপে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে দেখা মাত্রই তাঁকে তাঁর পত্নীরূপে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাই পতি-পত্নীরূপে তাঁদের মিলন স্বাভাবিক ছিল। এই বিবাহে শকুন্তলাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য মহারাজ দুষ্মন্ত তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, একজন রাজকন্যারূপে তিনি স্বয়ং তাঁর পতিকে মনোনয়ন করতে পারেন। আর্য সভ্যতার ইতিহাসে রাজকন্যাদের স্বয়ংবর সভায় তাঁদের পতিকে মনোনয়ন করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, এই রকম এক প্রতিযোগিতায় সীতাদেবী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর পতিরূপে বরণ করেছিলেন এবং দ্রৌপদী অর্জুনকে বরণ করেছিলেন। এই রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। অতএব সম্মতিক্রমে বিবাহ অথবা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পতি মনোনয়ন অনুমোদিত হয়েছে। আট প্রকার বিবাহ রয়েছে, তাদের মধ্যে পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে বিবাহ, তাকে বলা হয় গান্ধর্ব-বিবাহ। সাধারণত পিতা-মাতা তাঁদের পুত্র অথবা কন্যার জন্য পাত্রী এবং পাত্র মনোনয়ন করেন, কিন্তু গান্ধর্ব-বিবাহ হয় নিজেদের মনোনয়নের মাধ্যমে। যদিও পুরাকালে স্বয়ং মনোনয়ন অথবা পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহ হত, তবুও তাদের মধ্যে মতবিরোধের ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে দেখা যেত না। অবশ্য নিকৃষ্ট বর্ণের মানুষদের মধ্যে মতবিরোধের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ হত, কিন্তু পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহ উচ্চবর্ণের মানুষদের মধ্যে, বিশেষ করে ক্ষত্রিয় রাজপরিবারে দেখা যেত। মহারাজ দুষ্মন্তের শকুন্তলাকে পত্নীরূপে গ্রহণ বৈদিক সভ্যতায় অনুমোদিত হয়েছে। কিভাবে তাঁদের বিবাহ হয়েছিল তা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৬

ওমিত্যুক্তে যথাধর্মমুপযেমে শকুন্তলাম্ ।
গান্ধর্ববিধিনা রাজা দেশকালবিধানবিৎ ॥ ১৬ ॥

ওম্ ইতি উক্তে—বৈদিক প্রণব উচ্চারণের দ্বারা ভগবানকে বিবাহের সাক্ষীরূপে আহ্বান করে; **যথা-ধর্মম্**—ধর্মনীতি অনুসারে (কারণ সাধারণ ধর্মনীতি অনুসারে

বিবাহেও নারায়ণ সাক্ষী থাকেন); **উপযেমে**—তিনি বিবাহ করেছিলেন; **শকুন্তলাম্**—শকুন্তলাকে; **গান্ধর্ব-বিধিনা**—ধর্মনীতি থেকে ভ্রষ্ট না হয়ে গান্ধর্ববিধি অনুসারে; **রাজা**—মহারাজ দুষ্মন্ত; **দেশ-কাল-বিধান-বিৎ**—স্থান, কাল এবং পাত্র অনুসারে কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।

অনুবাদ

শকুন্তলা যখন মৌন থেকে মহারাজ দুষ্মন্তের প্রস্তাব অঙ্গীকার করেছিলেন, তখন বিবাহ-ধর্মবিৎ রাজা বৈদিক প্রণব (ওঁকার) উচ্চারণ করে গান্ধর্ববিধি অনুসারে তাঁকে বিবাহ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ওঁকার বা প্রণব হচ্ছে অক্ষররূপে ভগবানের প্রতিনিধি। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে অ, উ এবং ম এই তিনটি অক্ষরের সমন্বয় ওঁকার ভগবানের প্রতিনিধি। ধর্মবিধির উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের আশীর্বাদ এবং কৃপা আহ্বান করা। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, ধর্ম-অবিরুদ্ধ কামে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। *বিধিনা* শব্দের অর্থ 'ধর্মনীতি অনুসারে'। ধর্মনীতি অনুসারে স্ত্রী-পুরুষের মিলন বৈদিক সংস্কৃতিতে অনুমোদিত হয়েছে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা ধর্মের ভিত্তিতে বিবাহ অনুমোদন করি, কিন্তু বন্ধু-বান্ধবীরূপে স্ত্রী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক অধর্ম এবং তা আমরা অনুমোদন করি না।

শ্লোক ১৭

অমোঘবীর্যো রাজর্ষির্মহিষ্যাং বীর্যমাদধে ।
শ্বোভূতে স্বপুরং যাতঃ কালেনাসূত সা সুতম্ ॥ ১৭ ॥

অমোঘ-বীর্যঃ—যার বীর্য কখনও ব্যর্থ হয় না, অর্থাৎ যাঁর বীর্য থেকে সন্তান উৎপাদন অবশ্যম্ভাবী; **রাজর্ষিঃ**—ঋষিসদৃশ রাজা দুষ্মন্ত; **মহিষ্যাম্**—মহিষী শকুন্তলার গর্ভে (বিবাহের পর শকুন্তলা রাণী হয়েছিলেন); **বীর্যম্**—বীর্য; **আদধে**—আধান করেছিলেন; **শ্বঃভূতে**—সকালে; **স্ব-পুরম্**—তাঁর প্রাসাদে; **যাতঃ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **কালেন**—যথাসময়ে; **অসূত**—জন্ম দিয়েছিলেন; **সা**—তিনি (শকুন্তলা); **সুতম্**—একটি পুত্র।

অনুবাদ

অমোঘবীর্য রাজা দুষ্মন্ত মহিষী শকুন্তলার গর্ভে বীর্যাধান করেছিলেন, এবং প্রত্যূষে তাঁর প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তারপর যথাসময়ে শকুন্তলা একটি পুত্র প্রসব করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

কণ্বঃ কুমারস্য বনে চক্রে সমুচিতাঃ ক্রিয়াঃ ।
বদ্ধা মৃগেন্দ্রংতরসা ক্রীড়তি স্ম স বালকঃ ॥ ১৮ ॥

কণ্বঃ—কণ্ব মুনি; **কুমারস্য**—শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্রের; **বনে**—বনে; **চক্রে**—সম্পাদন করেছিলেন; **সমুচিতাঃ**—বিধি অনুসারে; **ক্রিয়াঃ**—সংস্কার; **বদ্ধা**—ধারণ করে; **মৃগেন্দ্রম্**—সিংহ; **তরসা**—বলপূর্বক; **ক্রীড়তি**—খেলা করত; **স্ম**—অতীতে; **সঃ**—সে; **বালকঃ**—শিশু।

অনুবাদ

কণ্ব মুনি বনে নবজাত শিশুটির সমস্ত সংস্কার সম্পাদন করেছিলেন। পরে, সেই বালকটি এত শক্তিশালী হয়েছিল যে, সে বলপূর্বক সিংহকে ধরে তার সঙ্গে খেলা করত।

শ্লোক ১৯

তং দুরত্যয়বিক্রান্তমাদায় প্রমদোত্তমা ।
হরেরংশাংশসম্ভূতং ভর্তুরন্তিকমাগমৎ ॥ ১৯ ॥

তম্—তাকে; **দুরত্যয়-বিক্রান্তম্**—দুর্দমনীয় বিক্রম; **আদায়**—সঙ্গে নিয়ে; **প্রমদা-উত্তমা**—রমণীশ্রেষ্ঠা শকুন্তলা; **হরেঃ**—ভগবানের; **অংশ-অংশ-সম্ভূতম্**—অংশের অংশ অবতার; **ভর্তুঃ অন্তিকম্**—তাঁর পতির কাছে; **আগমৎ**—উপনীত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

রমণীশ্রেষ্ঠা শকুন্তলা ভগবানের অংশ অবতার এবং দুর্দমনীয় বিক্রমশালী পুত্রকে নিয়ে তাঁর পতি দুষ্মন্তের কাছে উপনীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২০

যদা ন জগৃহে রাজা ভার্যাপুত্রাবনিন্দিতৌ ।
শৃণ্বতাং সর্বভূতানাং খে বাগাহাশরীরিণী ॥ ২০ ॥

যদা—যখন; **ন**—না; **জগৃহে**—গ্রহণ করেছিলেন; **রাজা**—মহারাজ (দুষ্মন্ত); **ভার্যা-পুত্রৌ**—তাঁর প্রকৃত স্ত্রী এবং প্রকৃত পুত্রকে; **অনিন্দিতৌ**—নির্দোষ; **শৃণ্বতাম্**—শ্রবণ করার সময়; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত মানুষের; **খে**—আকাশে; **বাক্**—বাণী; **আহ**—ঘোষিত হয়েছিল; **অশরীরিণী**—শরীরবিহীন।

অনুবাদ

রাজা যখন তাঁর নির্দোষ পত্নী এবং পুত্রকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন, তখন এক আকাশবাণী হয়েছিল এবং সেখানে উপস্থিত সকলে তা শুনতে পেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ দুষ্মন্ত জানতেন যে, শকুন্তলা এবং বালকটি ছিল তাঁরই পত্নী ও পুত্র, কিন্তু যেহেতু তাঁরা বাইরে থেকে এসেছিলেন এবং প্রজাদের অজ্ঞাত ছিলেন, তাই তিনি প্রথমে তাঁদের গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। শকুন্তলা কিন্তু এতই পতিব্রতা ছিলেন যে, এক দৈববাণী সত্যকে প্রকাশ করেছিল এবং সকলে তা শুনতে পেয়েছিলেন। শকুন্তলা এবং তাঁর পুত্র যে সত্যি সত্যিই রাজার পত্নী এবং সন্তান, সেই দৈববাণী সকলের শ্রুতিগোচর হয়েছিল, তখন রাজা আনন্দের সঙ্গে তাঁদের অঙ্গীকার করেছিলেন।

শ্লোক ২১

মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ ।
ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্ ॥ ২১ ॥

মাতা—মাতা; **ভস্ত্রা**—হাপরের মতো; **পিতুঃ**—পিতার; **পুত্রঃ**—পুত্র; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করে; **সঃ**—পিতা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **সঃ**—পুত্র; **ভরস্ব**—পালন কর; **পুত্রম্**—তোমার পুত্রকে; **দুষ্মন্ত**—হে মহারাজ দুষ্মন্ত; **মা**—করো না; **অবমংস্থাঃ**—অবমাননা; **শকুন্তলাম্**—শকুন্তলাকে।

অনুবাদ

সেই দৈববাণী বলেছিল—হে মহারাজ দুষ্মন্ত! পুত্র প্রকৃতপক্ষে পিতারই, মাতা কেবল হাপরের চর্মের মতো আধার মাত্র। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পিতাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব, তোমার পুত্রকে পালন কর এবং শকুন্তলাকে অবমাননা করো না।

তাৎপর্য

বৈদিক নির্দেশ অনুসারে *আত্মা বৈ পুত্রনামাসি*—পিতাই পুত্র হন। মাতা কেবল রক্ষণাবেক্ষণকারিণী, কারণ পিতাই তাঁর গর্ভে সন্তানের বীজ বপন করেন, তাই সন্তানের পালন-পোষণ করা পিতারই কর্তব্য। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের বীজ প্রদানকারী পিতা (*অহং বীজপ্রদঃ পিতা*), এবং তাই তাদের পালন-পোষণ করার দায়িত্ব তাঁর। সেই কথা বেদেও প্রতিপন্ন হয়েছে। *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*—ভগবান যদিও এক, তবুও তিনি সমস্ত জীবদের জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয়তাগুলি সরবরাহ করে তাদের পালন করেন। বিভিন্ন রূপে সমস্ত জীবেরা ভগবানেরই সন্তান, এবং তাই তাদের পিতা ভগবান তাদের বিভিন্ন শরীর অনুযায়ী তাদের খাদ্য সরবরাহ করেন। একটি ছোট্ট পিপীলিকার জন্য একদানা চিনি সরবরাহ করা হয়, এবং হাতির জন্য হাজার হাজার কিলোগ্রাম খাবার সরবরাহ করা হয়। এইভাবে সকলেরই আহার্য যোগাড় হয়। তাই অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন প্রশ্নই ওঠে না। পিতা শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ, তাই খাদ্যের কোন অভাব হবে না, এবং যেহেতু খাদ্যের অভাব হবে না, তাই অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির নামে যে আতঙ্কের সৃষ্টি করা হচ্ছে, তা একটি অপপ্রচার মাত্র। প্রকৃতপক্ষে খাদ্যাভাব তখনই হয়, যখন পরম পিতার আদেশে জড়া প্রকৃতি খাদ্য সরবরাহ করা বন্ধ করে দেন। জীবের স্থিতি অনুসারেই নির্ধারিত হয় খাদ্য সরবরাহ করা হবে কি হবে না। কোন রোগীকে যখন খেতে দেওয়া হয় না, তার অর্থ এই নয় যে, খাদ্যের অভাব হয়েছে; পক্ষান্তরে, রোগীর রোগ নিরাময়ের জন্য খেতে না দেওয়ার প্রয়োজন হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১০) ভগবান বলেছেন, *বীজং মাং সর্বভূতানাম্*—"আমিই সমস্ত জীবের বীজ।" মাটিতে যখন বিশেষ কোন প্রকার বীজ বপন করা হয়, তখন তা থেকে এক বিশেষ প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। মাতা পৃথিবীর মতো, এবং পিতার দ্বারা যখন বিশেষ প্রকার বীজ আধান করা হয়, তখন বিশেষ প্রকার শরীর জন্মগ্রহণ করে।

শ্লোক ২২

রেতোধাঃ পুত্রো নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ ।
ত্বং চাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা ॥ ২২ ॥

রেতঃ-ধাঃ—যে ব্যক্তি বীর্যপাত করেন; **পুত্রঃ**—পুত্র; **নয়তি**—রক্ষা করে; **নরদেব**—হে রাজন্ (মহারাজ দুষ্মন্ত); **যম-ক্ষয়াৎ**—যমরাজের দণ্ড থেকে; **ত্বম্**—তুমি; **চ**—এবং; **অস্য**—এই বালকের; **ধাতা**—স্রষ্টা; **গর্ভস্য**—গর্ভের; **সত্যম্**—সত্য; **আহ**—বলছে; **শকুন্তলা**—তোমার পত্নী শকুন্তলা।

অনুবাদ

হে মহারাজ দুষ্মন্ত! যে ব্যক্তি বীর্য প্রদান করেন তিনিই পিতা, এবং তাঁর পুত্র তাঁকে যমরাজের হাত থেকে রক্ষা করে। তুমিই এই বালকের প্রকৃত স্রষ্টা। শকুন্তলা সত্য কথাই বলছে।

তাৎপর্য

সেই দৈববাণী শুনে মহারাজ দুষ্মন্ত তাঁর পত্নী এবং পুত্রকে গ্রহণ করেছিলেন। বৈদিক *স্মৃতি* অনুসারে—

পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥

পুত্র যেহেতু পিতাকে পুত নামক নরক থেকে উদ্ধার করে, তাই তাকে বলা হয় পুত্র। পিতা-মাতার মধ্যে যখন বিরোধ হয়, তখন এই নীতি অনুসারে পুত্রের দ্বারা পিতার উদ্ধার হয়, মাতার নয়। পত্নী যখন পতিব্রতা হয়ে নিষ্ঠা সহকারে তাঁর পতির অনুগামিনী হন, তখন পিতার উদ্ধার হলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে মাতারও উদ্ধার হয়। তাই, বৈদিক শাস্ত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ বলে কোন কথা নেই। পত্নীকে সর্বদাই পতিব্রতা সতী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়, কারণ তার ফলে তিনি যে কোন জঘন্য পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারেন। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *পুত্রো নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ*—"পুত্র পিতাকে যমরাজের কবল থেকে উদ্ধার করে।" কখনও বলা হয়নি, *পুত্রো নয়তি মাতরম্*—"পুত্র মাতাকে উদ্ধার করে।" বীর্য প্রদানকারী পিতা উদ্ধার লাভ করেন, সংরক্ষণকারিণী মাতা নয়। তাই, কোন অবস্থাতেই পতি-পত্নীর বিচ্ছেদ হওয়া উচিত নয়, কারণ যদি তাঁদের কোন সন্তান থাকে, যাঁকে বৈষ্ণব বানানো হয়েছে, তা হলে তিনি পিতা এবং মাতা দুজনকেই যমরাজের কবল থেকে এবং নরকের দণ্ড থেকে উদ্ধার করতে পারেন।

শ্লোক ২৩

পিতর্যুপরতে সোঽপি চক্রবর্তী মহাযশাঃ ।
মহিমা গীয়তে তস্য হরেরংশভুবো ভুবি ॥ ২৩ ॥

পিতরি—পিতার; **উপরতে**—মৃত্যুর পর; **সঃ**—সেই রাজপুত্র; **অপি**—ও; **চক্রবর্তী**—সম্রাট; **মহা-যশাঃ**—অত্যন্ত বিখ্যাত; **মহিমা**—মহিমা; **গীয়তে**—কীর্তিত হয়েছিল; **তস্য**—তাঁর; **হরেঃ**—ভগবানের; **অংশ-ভুবঃ**—অংশাংশসম্ভূত; **ভুবি**—এই পৃথিবীতে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—মহারাজ দুষ্মন্তের মৃত্যুর পর মহাযশস্বী এই পুত্র সপ্তদ্বীপের অধিপতি হয়েছিলেন। ভগবানের অংশাংশসম্ভূত বলে তাঁর মহিমা পৃথিবীতে কীর্তিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/৪১) বর্ণনা করা হয়েছে—

যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে ভগবানের ঐশ্বর্যের প্রকাশ বলে বিবেচনা করা কর্তব্য। তাই মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র যখন সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হয়েছিলেন, তখন এইভাবে তাঁর মহিমা কীর্তিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৪-২৬

চক্রং দক্ষিণহস্তেঽস্য পদ্মকোশোঽস্য পাদয়োঃ ।
ঈজে মহাভিষেকেণ সোঽভিষিক্তোঽধিরাড্ বিভুঃ ॥ ২৪ ॥
পঞ্চপঞ্চাশতা মেধ্যৈর্গঙ্গায়ামনু বাজিভিঃ ।
মামতেয়ং পুরোধায় যমুনামনু চ প্রভুঃ ॥ ২৫ ॥
অষ্টসপ্ততিমেধ্যাশ্বান্ ববন্ধ প্রদদদ্ বসু ।
ভরতস্য হি দৌষ্মন্তেরগ্নিঃ সাচীগুণে চিতঃ ।
সহস্রং বদ্ধশো যস্মিন্ ব্রাহ্মণা গা বিভেজিরে ॥ ২৬ ॥

চক্রম্—শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র; **দক্ষিণ-হস্তে**—ডান হাতে; **অস্য**—তাঁর (ভরতের); **পদ্ম-কোশঃ**—পদ্মকোষের চিহ্ন; **অস্য**—তাঁর; **পাদয়োঃ**—পায়ের তলায়; **ঈজে**—ভগবানের পূজা করেছিলেন; **মহা-অভিষেকেণ**—মহা বৈদিক অনুষ্ঠানের দ্বারা; **সঃ**—তিনি (মহারাজ ভরত); **অভিষিক্তঃ**—অভিষিক্ত হয়ে; **অধিরাট্**—রাজচক্রবর্তীর পদে; **বিভুঃ**—সব কিছুর প্রভু; **পঞ্চ-পঞ্চাশতা**—পঞ্চান্ন; **মেধ্যৈঃ**—যজ্ঞের উপযুক্ত; **গঙ্গায়াম্ অনু**—গঙ্গার মোহানা থেকে শুরু করে উৎস পর্যন্ত; **বাজিভিঃ**—অশ্বের দ্বারা; **মামতেয়ম্**—মহর্ষি ভৃগু; **পুরোধায়**—পুরোহিত বানিয়ে; **যমুনাম্**—যমুনার তীরে; **অনু**—ক্রমবদ্ধভাবে; **চ**—ও; **প্রভুঃ**—পরম প্রভু মহারাজ ভরত; **অষ্ট-সপ্ততি**—আটাত্তর; **মেধ্য-অশ্বান্**—যজ্ঞের উপযুক্ত অশ্ব; **ববন্ধ**—তিনি বন্ধন করেছিলেন; **প্রদদৎ**—দান করেছিলেন; **বসু**—ধন; **ভরতস্য**—মহারাজ ভরতের; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **দৌষ্মন্তেঃ**—মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র; **অগ্নিঃ**—যজ্ঞাগ্নি; **সাচী-গুণে**—সর্বোত্তম স্থানে; **চিতঃ**—প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; **সহস্রম্**—হাজার হাজার; **বদ্ধশঃ**—বদ্ধ (অর্থাৎ ১৩,০৮৪); **যস্মিন্**—যেই যজ্ঞে; **ব্রাহ্মণাঃ**—উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণগণ; **গাঃ**—গাভী; **বিভেজিরে**—তাঁদের নিজেদের ভাগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

দুষ্মন্তের পুত্র মহারাজ ভরতের ডান হাতে চক্র চিহ্ন এবং পায়ে পদ্মকোষের চিহ্ন বর্তমান ছিল। মহা অভিষেক বিধি অনুসারে ভগবানের পূজা করে তিনি সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হয়েছিলেন। তারপর মমতাপুত্র ভৃগু মুনির পৌরোহিত্যে তিনি গঙ্গার মোহানা থেকে শুরু করে উৎস পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশে পঞ্চান্নটি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, এবং প্রয়াগের সঙ্গম থেকে উৎস পর্যন্ত যমুনার তীরে আটাত্তরটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি সর্বোত্তম স্থানে যজ্ঞাগ্নি স্থাপন করেছিলেন, এবং ব্রাহ্মণদের প্রভূত ধন দান করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে তিনি এত গাভী দান করেছিলেন যে, হাজার হাজার ব্রাহ্মণেরা প্রত্যেকেই তাঁর ভাগে এক বদ্ধ (১৩,০৮৪) গাভী প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *দৌষ্মন্তেরগ্নিঃ সাচীগুণে চিতঃ* পদটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র ভরত সারা পৃথিবী জুড়ে বিশেষ করে ভারতবর্ষে গঙ্গা এবং যমুনার মোহানা থেকে উৎস পর্যন্ত বহু যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, এবং এই যজ্ঞগুলি অতি প্রসিদ্ধ স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) উল্লেখ করা

হয়েছে, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—"শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে কর্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, তা না হলে কর্ম জড় জগতের বন্ধনের কারণ হয়।" সকলেরই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত, এবং যজ্ঞাগ্নি সর্বত্র প্রজ্বলিত করা উচিত। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করা। এই ধরনের যজ্ঞ অবশ্য কলিযুগ শুরু হওয়ার পূর্বে সম্ভব ছিল, কারণ তখন এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী উপযুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। বর্তমান সময়ে তা সম্ভব নয়, সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে* বলা হয়েছে—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্ ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

"এই কলিযুগে পাঁচ প্রকার কর্ম নিষিদ্ধ—যজ্ঞে অশ্ব উৎসর্গ করা (অশ্বমেধ যজ্ঞ), যজ্ঞে গাভী উৎসর্গ করা (*গোমেধ* যজ্ঞ), সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করা, শ্রাদ্ধে মাংস নিবেদন করা, এবং দেবরের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করা।" এই যুগে অশ্বমেধ, গোমেধ আদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অসম্ভব, কারণ এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য মানুষের যথেষ্ট ধন-সম্পদ নেই এবং উপযুক্ত ব্রাহ্মণও নেই। এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *মামতেয়ং পুরোধায়*—মহারাজ ভরত মমতার পুত্র ভৃগু মুনিকে এই যজ্ঞের পুরোহিতরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এখন এই প্রকার ব্রাহ্মণ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ*—যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁদের কর্তব্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত সঙ্কীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

"যিনি 'কৃষ্ণ' এই বর্ণ দুটি নিরন্তর উচ্চারণ করেন, কলিযুগের বুদ্ধিমান মানুষেরা তাঁর উপাসনার নিমিত্ত সমবেতভাবে নাম-সংকীর্তন করে থাকেন। যদিও তাঁর গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ নয়, তবুও তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সর্বদা তাঁর পার্ষদ, সেবক, সংকীর্তনরূপ অস্ত্র ও ঘনিষ্ঠ সহচর পরিবৃত থাকেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৫/৩২) যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য, তা না হলে মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হবে এবং অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করবে। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন প্রচার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলনও একটি যজ্ঞ, তবে এই যজ্ঞে সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করার এবং উপযুক্ত ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। এই সংকীর্তন যজ্ঞ যে কোন স্থানে অনুষ্ঠান করা

যায়। মানুষেরা যদি একত্রিত হয়ে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করে, তা হলেই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সমস্ত উদ্দেশ্য সাধিত হবে। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে যে সমস্ত উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তার প্রথমটি হচ্ছে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হওয়া, কারণ বৃষ্টি না হলে পর্যাপ্ত অন্ন উৎপাদন হয় না (*অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ*)। আমাদের সমস্ত আবশ্যকীয় বস্তুগুলি কেবল বৃষ্টি হওয়ার ফলে উৎপন্ন হতে পারে (*কামং ববর্ষ পর্জন্যঃ*), এবং পৃথিবী হচ্ছে সমস্ত আবশ্যকীয় বস্তুর মূল উৎস (*সর্বকামদুঘা মহী*)। তাই চরমে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এই কলিযুগে সারা পৃথিবীর মানুষের কর্তব্য অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, আসব পান এবং দ্যূতক্রীড়া, এই চারটি পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে শুদ্ধ জীবন যাপন করে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। তা হলে পৃথিবী জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি উৎপাদন করবে এবং মানুষ অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক, সব দিক দিয়ে সুখী হবে। তখন সব কিছুই সার্থক রূপ গ্রহণ করবে।

শ্লোক ২৭

ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতং হ্যশ্বান্ বদ্ধ্বা বিস্মাপয়ন্ নৃপান্ ।
দৌষ্মন্তিরত্যগান্মায়াং দেবানাং গুরুমাযযৌ ॥ ২৭ ॥

ত্রয়—তিন; **ত্রিংশৎ**—ত্রিশ; **শতম্**—শত; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অশ্বান্**—ঘোড়া; **বদ্ধ্বা**—যজ্ঞে বন্ধন করে; **বিস্মাপয়ন্**—বিস্মিত করেছিলেন; **নৃপান্**—সমস্ত রাজাদের; **দৌষ্মন্তিঃ**—মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র; **অত্যগাৎ**—অতিক্রম করেছিলেন; **মায়াম্**—জড় ঐশ্বর্য; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **গুরুম্**—পরম গুরু; **আযযৌ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র ভরত সেই যজ্ঞে তিন হাজার তিনশ অশ্ব বন্ধন করে অন্যান্য রাজাদের বিস্মিত করেছিলেন। তিনি দেবতাদেরও বৈভব অতিক্রম করেছিলেন, কারণ তিনি পরম গুরু ভগবান শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্ত হন, তিনি সমস্ত জড় সম্পদ, এমন কি স্বর্গের দেবতাদেরও বৈভব অতিক্রম করেন। *যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ*। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করা জীবনের সব চাইতে বড় প্রাপ্তি।

শ্লোক ২৮

মৃগাঞ্জুক্লদতঃ কৃষ্ণান্ হিরণ্যেন পরীবৃতান্ ।
অদাৎ কর্মণি মঘবারে নিযুতানি চতুর্দশ ॥ ২৮ ॥

মৃগান্—শ্রেষ্ঠ হাতি; **শুক্ল-দতঃ**—অতি শুভ্র দন্তবিশিষ্ট; **কৃষ্ণান্**—কালো শরীর সমন্বিত; **হিরণ্যেন**—স্বর্ণ আভরণে অলঙ্কৃত; **পরীবৃতান্**—আচ্ছাদিত; **অদাৎ**—দান করেছিলেন; **কর্মণি**—যজ্ঞে; **মঘবারে**—মঘবার নামক যজ্ঞে, অথবা মঘবার নামক স্থানে; **নিযুতানি**—লক্ষ লক্ষ; **চতুর্দশ**—চোদ্দ।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত যখন মঘবার নামক যজ্ঞ (অথবা মঘবার নামক স্থানে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ) অনুষ্ঠান করেছিলেন, তখন তিনি চোদ্দ লক্ষ শুভ্র দন্তবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ শ্রেষ্ঠ হস্তী স্বর্ণ অলঙ্কারে আচ্ছাদিত করে দান করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

ভরতস্য মহৎ কর্ম ন পূর্বে নাপরে নৃপাঃ ।
নৈবাপুর্নৈব প্রাপ্স্যন্তি বাহুভ্যাং ত্রিদিবং যথা ॥ ২৯ ॥

ভরতস্য—মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র মহারাজ ভরতের; **মহৎ**—অতি অদ্ভুত; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **ন**—না; **পূর্বে**—পূর্বে; **ন**—না; **অপরে**—ভবিষ্যতেও কেউ, **নৃপাঃ**—রাজন্যবর্গ; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আপুঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **প্রাপ্স্যন্তি**—প্রাপ্ত হবে; **বাহুভ্যাম্**—বাহুবলের দ্বারা; **ত্রি-দিবম্**—স্বর্গলোক; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

কেউ যেমন তার বাহুবলের দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হতে পারে না (কারণ কে তার হাত দিয়ে স্বর্গলোক স্পর্শ করতে পারে?), তেমনই মহারাজ ভরতের অদ্ভুত কার্যকলাপ কেউই অনুকরণ করতে পারেন না। অতীতে কেউ এই প্রকার কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করতে পারেননি এবং ভবিষ্যতেও কেউ তা করতে পারবেন না।

শ্লোক ৩০

কিরাতহূণান্ যবনান্ পৌণ্ড্রান্ কঙ্কান্ খশাঞ্ছকান্ ।
অব্রহ্মণ্যনৃপাংশ্চাহন্ ম্লেচ্ছান্ দিগ্বিজয়েঽখিলান্ ॥ ৩০ ॥

কিরাত—কিরাত নামক কৃষ্ণবর্ণ জাতি (সাধারণত আফ্রিকার অধিবাসী); **হূণান্**—উত্তর প্রান্তের হূণ জাতি; **যবনান্**—মাংসাহারী; **পৌণ্ড্রান্**—পৌণ্ড্র; **কঙ্কান্**—কঙ্ক; **খশান্**—মঙ্গোলীয় জাতি; **শকান্**—শক; **অব্রহ্মণ্য**—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরোধী; **নৃপান্**—রাজাগণ; **চ**—এবং; **অহন্**—তিনি সংহার করেছিলেন; **ম্লেচ্ছান্**—বৈদিক সভ্যতার প্রতি অশ্রদ্ধাশীল এই সমস্ত নাস্তিকদের; **দিক্-বিজয়ে**—সর্বদিক বিজয় করার সময়; **অখিলান্**—তাদের সকলকে।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত যখন দিগ্বিজয় করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি কিরাত, হূণ, যবন, পৌণ্ড্র, কঙ্ক, খস, শক এবং বৈদিক নীতি ও ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরোধী সমস্ত রাজাদের পরাজিত করেছিলেন অথবা বধ করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

জিত্বা পুরাসুরা দেবান্ যে রসৌকাংসি ভেজিরে ।
দেবস্ত্রিয়ো রসাং নীতাঃ প্রাণিভিঃ পুনরাহরৎ ॥ ৩১ ॥

জিত্বা—জয় করে; **পুরা**—পূর্বে; **অসুরাঃ**—অসুরগণ; **দেবান্**—দেবতাগণ; **যে**—যারা; **রস-ওকাংসি**—রসাতল নামক নিম্নলোকে; **ভেজিরে**—আশ্রয় গ্রহণ করেছিল; **দেব-স্ত্রিয়ঃ**—দেবতাদের স্ত্রী এবং কন্যাগণ; **রসাম্**—রসাতলে; **নীতাঃ**—নীত হয়েছিলেন; **প্রাণিভিঃ**—তাঁদের প্রিয় সঙ্গীগণ সহ; **পুনঃ**—পুনরায়; **অহরৎ**—তাঁদের পূর্বস্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

পুরাকালে অসুরেরা দেবতাদের পরাজিত করে রসাতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং দেবতাদের স্ত্রী এবং কন্যাদেরও সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। মহারাজ ভরত সেই সমস্ত সঙ্গীগণসহ স্ত্রীদের অসুরদের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং দেবতাদের কাছে তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

সর্বান্ কামান্ দুদুহতুঃ প্রজানাং তস্য রোদসী ।
সমাস্ত্রিণবসাহস্রীর্দিক্ষু চক্রমবর্তয়ৎ ॥ ৩২ ॥

সর্বান্ কামান্—সমস্ত আবশ্যকীয় অথবা ঈপ্সিত বস্তু; **দুদুহতুঃ**—পূর্ণ করেছিলেন; **প্রজ্যনাম্**—প্রজাদের; **তস্য**—তাঁর; **রোদসী**—এই পৃথিবী এবং স্বর্গলোক; **সমাঃ**—বৎসর; **ত্রি-নব-সাহস্রীঃ**—ন'হাজারের তিন গুণ (সাতাশ হাজার); **দিক্ষু**—সমস্ত দিকে; **চক্রম্**—সৈনিক অথবা আদেশ; **অবর্তয়ৎ**—প্রেরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত সাতাশ হাজার বছর ধরে এই পৃথিবীতে এবং স্বর্গলোকে তাঁর প্রজাদের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেছিলেন। তিনি সর্বদিকে তাঁর আদেশ এবং সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

স সম্রাড়্লোকপালাখ্যমৈশ্বর্যমধিরাট্শ্রিয়ম্ ।
চক্রং চাস্খলিতং প্রাণান্ মৃষেত্যুপররাম হ ॥ ৩৩ ॥

সঃ—তিনি (মহারাজ ভরত); **সম্রাট্**—সম্রাট; **লোক-পাল-আখ্যম্**—সমস্ত লোকের শাসনকর্তা বলে বিখ্যাত; **ঐশ্বর্যম্**—এই প্রকার ঐশ্বর্য; **অধিরাট্**—পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন; **শ্রিয়ম্**—রাজ্য; **চক্রম্**—সৈন্য অথবা আদেশ; **চ**—এবং; **অস্খলিতম্**—অপ্রতিহত; **প্রাণান্**—জীবন অথবা পুত্র এবং পরিবার; **মৃষা**—মিথ্যা; **ইতি**—এইভাবে; **উপর রাম**—বিষয়ভোগ থেকে বিরত হয়েছিলেন; **হ**—অতীতে।

অনুবাদ

সারা বিশ্বের শাসনকর্তারূপে সম্রাট ভরতের রাজ্যলক্ষ্মী এবং অপ্রতিহত সৈনিকের ঐশ্বর্য ছিল। তাঁর পুত্র এবং পরিবার তাঁর কাছে প্রাণতুল্য ছিল। কিন্তু অবশেষে সেই সবই আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের প্রতিবন্ধকরূপে উপলব্ধি করতে পেরে, তিনি বিষয়ভোগ থেকে বিরত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ ভরতের রাজ্য, সৈন্য, পুত্র, কন্যা আদি জড় সুখভোগের অতুলনীয় ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু তিনি যখন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এই জড় ঐশ্বর্য পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক, তখন তিনি বিষয়ভোগ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলেন। বৈদিক সভ্যতায় নির্দেশ দেওয়া হয় যে, জীবনের এক বিশেষ সময়ে, মহারাজ ভরতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, জড় ঐশ্বর্য ভোগ থেকে নিবৃত্ত হয়ে সকলেরই বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করা কর্তব্য।

শ্লোক ৩৪

তস্যাসন্ নৃপ বৈদর্ভ্যঃ পত্ন্যস্তিস্রঃ সুসম্মতাঃ ।
জঘ্নুস্ত্যাগভয়াৎ পুত্রান্ নানুরূপা ইতীরিতে ॥ ৩৪ ॥

তস্য—তাঁর (মহারাজ ভরতের); **আসন্**—ছিল; **নৃপ**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **বৈদর্ভ্যঃ**—বিদর্ভকন্যা; **পত্ন্যঃ**—পত্নী; **তিস্রঃ**—তিন; **সুসম্মতাঃ**—অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর এবং উপযুক্ত; **জঘ্নুঃ**—বধ করেছিলেন; **ত্যাগ-ভয়াৎ**—পরিত্যক্ত হওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে; **পুত্রান্**—তাঁদের পুত্রদের; **ন অনুরূপাঃ**—ঠিক পিতার মতো নয়; **ইতি**—এইভাবে; **ঈরিতে**—বিবেচনা করে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহারাজ ভরতের তিনজন মনোমুগ্ধকর পত্নী ছিলেন, যাঁরা ছিলেন বিদর্ভরাজের কন্যা। তাঁরা তিন জনই যখন পুত্র প্রসব করেছিলেন এবং সেই পুত্রগণ রাজার অনুরূপ না হওয়ায় তাঁরা মনে করেছিলেন যে, রাজা তাঁদের ব্যভিচারিণী বলে মনে করে তাঁদের ত্যাগ করতে পারেন, সেই আশঙ্কায় তাঁরা তাঁদের পুত্রদের মেরে ফেলেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

তস্যৈবং বিতথে বংশে তদর্থং যজতঃ সুতম্ ।
মরুৎস্তোমেন মরুতো ভরদ্বাজমুপাদদুঃ ॥ ৩৫ ॥

তস্য—তাঁর (মহারাজ ভরতের); **এবম্**—এই প্রকার; **বিতথে**—ব্যর্থ হওয়ায়; **বংশে**—সন্তান উৎপাদনে; **তৎ-অর্থম্**—পুত্রলাভের জন্য; **যজতঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান

করেছিলেন; **সুতম্**—এক পুত্র; **মরুৎ-স্তোমেন**—মরুৎস্তোম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে; **মরুতঃ**—মরুৎ নামক দেবতাগণ; **ভরদ্বাজম্**—ভরদ্বাজকে; **উপাদদুঃ**—প্রদান করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে সন্তান উৎপাদনের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ায়, মহারাজ ভরত পুত্রলাভের জন্য মরুৎস্তোম নামক এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। তার ফলে মরুৎ নামক দেবতাগণ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁকে ভরদ্বাজ নামক এক পুত্র প্রদান করেন।

শ্লোক ৩৬

অন্তর্বত্ন্যাং ভ্রাতৃপত্ন্যাং মৈথুনায় বৃহস্পতিঃ ।
প্রবৃত্তো বারিতো গর্ভং শপ্ত্বা বীর্যমুপাসৃজৎ ॥ ৩৬ ॥

অন্তঃ-বত্ন্যাম্—গর্ভবতী; **ভ্রাতৃ-পত্ন্যাম্**—ভ্রাতার পত্নীর সঙ্গে; **মৈথুনায়**—মৈথুনসুখ উপভোগের বাসনায়; **বৃহস্পতিঃ**—বৃহস্পতি নামক দেবতা; **প্রবৃত্তঃ**—প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; **বারিতঃ**—সেই কার্য থেকে যখন নিবারিত হয়েছিলেন; **গর্ভম্**—গর্ভস্থ শিশু; **শপ্ত্বা**—অভিশাপ দিয়ে; **বীর্যম্**—বীর্য; **উপাসৃজৎ**—ত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

বৃহস্পতি নামক দেবতা যখন তাঁর ভ্রাতার গর্ভবতী পত্নী মমতার সঙ্গে মৈথুনে লিপ্ত হওয়ার বাসনা করেছিলেন, তখন গর্ভস্থ পুত্রটি তাঁকে নিবারিত করে, কিন্তু বৃহস্পতি তাকে অভিশাপ দিয়ে বলপূর্বক মমতার গর্ভে বীর্য ত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে যৌন আবেদন এতই প্রবল যে, দেবতাদের পুরোহিত এবং মহাজ্ঞানী বৃহস্পতিও তাঁর ভ্রাতার গর্ভবতী পত্নীকে সম্ভোগ করতে চেয়েছিলেন। উচ্চতর লোকে দেবতাদের সমাজেও এই রকম হতে পারে, অতএব মানব সমাজের কি আর কথা? সম্ভোগ বাসনা এতই প্রবল যে, তা বৃহস্পতির মতো জ্ঞানবান ব্যক্তিকেও বিচলিত করতে পারে।

শ্লোক ৩৭

তং ত্যক্তুকামাং মমতাং ভর্তুস্ত্যাগবিশঙ্কিতাম্ ।
নামনির্বাচনং তস্য শ্লোকমেনং সুরা জগুঃ ॥ ৩৭ ॥

তম্—সেই নবজাত শিশু; **ত্যক্তু-কামাম্**—যে তাকে ত্যাগ করতে চাইছিল; **মমতাম্**—মমতাকে; **ভর্তুঃ ত্যাগ-বিশঙ্কিতাম্**—অবৈধ পুত্র উৎপাদন করার ফলে তাঁর পতি তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারেন, এই ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে; **নাম-নির্বাচনম্**—নামকরণ সংস্কার; **তস্য**—শিশুর; **শ্লোকম্**—শ্লোক; **এনম্**—এই; **সুরাঃ**—দেবতাগণ; **জগুঃ**—ঘোষণা করেছিলেন।

অনুবাদ

অবৈধ পুত্র উৎপাদন করার ফলে তাঁর পতি তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারেন, এই ভয়ে অত্যন্ত ভীতা হয়ে মমতা সেই শিশুটিকে ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু দেবতারা শিশুটির নাম নির্বাচন করে সেই সমস্যার সমাধান করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে শিশুর জন্মের পর জাতকর্ম এবং নামকরণ সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা শিশুর জন্মের ঠিক পরেই জ্যোতির্গণনা অনুসারে তার কোষ্ঠী তৈরি করেন। কিন্তু মমতা যে শিশুটিকে জন্মদান করেছিলেন, সে ছিল বৃহস্পতির দ্বারা উৎপন্ন অবৈধ পুত্র। মমতা যদিও ছিলেন উতথ্যের পত্নী, তবুও বৃহস্পতি তাঁকে বলপূর্বক গর্ভবতী করেছিলেন। তাই বৃহস্পতি তাঁর ভর্তা হয়েছিলেন। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে পত্নীকে পতির সম্পত্তি বলে বিবেচনা করা হয়, এবং অবৈধ যৌনসঙ্গমের ফলে উৎপন্ন পুত্রকে বলা হয় *দ্বাজ* । হিন্দু সমাজে কথ্য ভাষায় এই প্রকার পুত্রকে বলা দোগলা, অর্থাৎ যে পুত্র মাতার পতির দ্বারা উৎপন্ন হয়নি। এই অবস্থায় যথাযথ সংস্কারের মাধ্যমে শিশুর নামকরণ করা কঠিন হয়। মমতা তাই চিন্তান্বিত হয়েছিলেন, কিন্তু দেবতারা তখন শিশুটির নামকরণ করেছিলেন ভরদ্বাজ, যার অর্থ ছিল অবৈধরূপে জাত এই বালকটিকে পালন করা মমতা এবং বৃহস্পতি উভয়েরই কর্তব্য।

শ্লোক ৩৮

মূঢ়ে ভর দ্বাজমিমং ভর দ্বাজং বৃহস্পতে ।
যাতৌ যদুক্ত্বা পিতরৌ ভরদ্বাজস্ততস্ত্বয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

মূঢ়ে—হে মূর্খ স্ত্রী; **ভর**—পালন কর; **দ্বাজম্**—দুজনের অবৈধ সম্পর্কের ফলে জাত; **ইমম্**—এই শিশুটিকে; **ভর**—পালন কর; **দ্বাজম্**—দুজনের অবৈধ সম্পর্কের ফলে জাত হওয়া সত্ত্বেও; **বৃহস্পতে**—হে বৃহস্পতি; **যাতৌ**—ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন; **যৎ**—যেহেতু; **উক্ত্বা**—বলে; **পিতরৌ**—পিতা এবং মাতা উভয়েই; **ভরদ্বাজঃ**—ভরদ্বাজ নামক; **ততঃ**—তারপর; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অয়ম্**—এই শিশু।

অনুবাদ

বৃহস্পতি মমতাকে বলেছিলেন, "হে মূর্খ রমণী! যদিও এই বালক এক ব্যক্তির পত্নীর গর্ভে অন্য ব্যক্তির বীর্য থেকে জন্মগ্রহণ করেছে, তবুও একে তোমার পালন করা উচিত।" সেই কথা শুনে মমতা উত্তর দিয়েছিলেন, "হে বৃহস্পতি, তুমি একে পালন কর!" এই বলে বৃহস্পতি এবং মমতা উভয়েই সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। এইভাবে বালকটির নাম হয়েছিল ভরদ্বাজ।

শ্লোক ৩৯

চোদ্যমানা সুরৈরেবং মত্বা বিতথমাত্মজম্ ।
ব্যসৃজন্ মরুতোঽবিভ্রন্ দত্তোঽয়ং বিতথেঽন্বয়ে ॥ ৩৯ ॥

চোদ্যমানা—মমতা যদিও (শিশুটিকে পালন করতে) অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন; **সুরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **এবম্**—এইভাবে; **মত্বা**—বিবেচনা করে; **বিতথম্**—নিরর্থক; **আত্মজম্**—তাঁর নিজের সন্তান; **ব্যসৃজৎ**—ত্যাগ করেছিলেন; **মরুতঃ**—মরুৎ নামক দেবতাগণ; **অবিভ্রন্**—(শিশুটিকে) পালন করেছিলেন; **দত্তঃ**—সেই শিশুটিকে দান করা হয়েছিল; **অয়ম্**—এই; **বিদথে**—নিরাশ হয়েছিলেন; **অন্বয়ে**—মহারাজ ভরতের বংশ যখন।

অনুবাদ

দেবতারা যদিও সেই শিশুটিকে পালন করতে মমতাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তবুও মমতা ব্যভিচারের ফলে জাত সেই পুত্রটিকে নিরর্থক বলে মনে করে পরিত্যাগ করেছিলেন। তখন মরুৎ নামক দেবতাগণ সেই বালকটিকে পালন করেন, এবং মহারাজ ভরত যখন সন্তানের অভাবে নিরাশ হয়েছিলেন, তখন তাঁরা সেই শিশুটিকে পুত্ররূপে তাঁকে প্রদান করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, যারা স্বর্গলোক থেকে পরিত্যক্ত হয়, তাদের এই পৃথিবীতে অতি উচ্চ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'পূরুর বংশ বিবরণ' নামক বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।